অধ্যায় - ৩৬

আশ্চর্য্যজনক ঘটনা - ১) গোয়ার দুজন ভদ্রলোক
২) শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকর

এই অধ্যায়তে গোয়ার দুই ভদ্রলোক ও শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকরের অদ্ভুত গল্প বর্ণনা করা হচ্ছে।

গোওয়ার দুই মহানুভব ঃ-

এক সময় গোয়া থেকে দুইজন ভদ্রলোক শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে প্রণাম করেন। যদিও তাঁরা একসাথেই এসেছিলেন তবুও বাবা শুধু একজনের কাছেই দক্ষিণা চান এবং সে সানন্দে সেটি দিয়ে দেয়। অন্যজনও তাঁকে ৩৫ টাকা দক্ষিণা দিতে চাইলেন কিন্তু বাবা ওঁর দক্ষিণা ফিরিয়ে দেন। লোকেরা খুব অবাক হয়। সে সময় শামাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি বলেন- "দেব! এ কি? এঁরা দুজনে একসঙ্গেই এসেছেন। একজনের দক্ষিণা আপনি চেয়ে নিলেন আর অন্যজন যিনি স্বেচ্ছায় দিতে চাইছেন তাঁরটা অস্বীকার করছেন? এই ধরনের পার্থক্যের ভাব কেন?" তখন বাবা উত্তর দেন- "শামা, তুমি অবোধ। আমি কারো কাছ থেকে কখনো কিছু নিই না। এখানে মস্‌জিদমাঈ নিজের ঋণ চান এবং তাই যে দেয় সে নিজের ঋণ শোধ করে মুক্ত হয়ে যায়। আমার কি কোন ঘর, বাড়ী, সম্পত্তি বা ছেলে-পিলে আছে, যাদের জন্য আমার কোন চিন্তা হবে? আমার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নেই। আমি চিরমুক্ত। ঋণ, শত্রুতা ও হত্যা এর প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হয় এবং এগুলি থেকে অন্য কোন ভাবে মুক্তি সম্ভব নয়।

"নিজের জীবনের প্রারম্ভে এই মহাশয় গরীব ছিলেন। ইনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি চাকরী পেয়ে যান তাহলে একমাসের মাইনে অর্পন করবেন। ইনি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের একটা চাকরী পান। তারপর একের-পর-এক উন্নতি হতে হতে ৩০, ৫০, ১০০, ২০০ এবং শেষে ৭০০ টাকা মাসিক বেতন হয়ে যায়। কিন্তু সমৃদ্ধি অর্জন করে ইনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান এবং টাকাও অর্পণ করেন না। নিজের শুভ কর্মের প্রভাবে এখানে পৌঁছবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতএব আমি এনার কাছে শুধু পনেরো টাকাই দক্ষিণা চাই - এঁর এক মাসের মাইনে।"

দ্বিতীয় কাহিনী ঃ-

"সমুদ্রের কাছে বেড়াতে-বেড়াতে আমি এক প্রাসাদের কাছে গিয়ে পৌঁছই এবং তার দালানে একটু বিশ্রাম করতে বসি। এই প্রাসাদের ব্রাহ্মণ মালিক আমার যথাচিত আতিথেয়তা করে আমায় সুস্বাদু খাবার খেতে দেয়। খাওয়ার পর ও আমায় আলমারীর কাছে শোওয়ার জন্য একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়ে দেয় এবং আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। আমি যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেই সময় লোকটি পাথর সরিয়ে দেওয়ালে সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে এবং আমার পকেট কেটে সব টাকা বার করে নেয়। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি গেছে। দুঃখে-কষ্টে আমি শুধু কাঁদতে থাকি। শুধু নোটই চুরি হয়েছিল তাই আমার মনে হয় যে এ কাজ ঐ ব্রাহ্মণটি ছাড়া আর কারো হতে পারে না। আমার খাওয়া-পরার ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় এবং ওখানেই বসে-বসে চুরির কথা ভেবে ভেবে বুক চাপড়াতে থাকি। এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। একদিন এক ফকির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমায় আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি সব কথা ওঁকে জানাই। উনি তখন আমায় বলেন- "যদি তুমি আমার কথা মত কাজ করো তাহলে তোমার হারানো টাকা ফেরত পেয়ে যাবে। আমি এক ফকিরের ঠিকানা তোমায় দিচ্ছি। তুমি তাঁর শরণে যাও এবং তাঁর কৃপায় তুমি তোমার হারানো টাকা ফিরে পাবে। কিন্তু যতদিন টাকা ফিরে না পাও ততদিন নিজের কোন প্রিয় খাদ্য পরিত্যাগ করো।" আমি ঐ ফকিরের কথা মেনে নিই এবং আমার হারানো টাকা ফেরত পাই। এর কিছুদিন পর প্রাসাদ ছেড়ে সমুদ্রোপকূলে আসি। একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভীড়ের জন্য উঠতে পারলাম না। সৌভাগ্যক্রমে এক সদাশয় চাপরাশীর সাহায্যে আমি জাহাজে বসার জায়গা পাই এবং অন্য পাড়ে পৌঁছতে পারি। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে শিরডী এসে পৌঁছই।" কাহিনী শেষ হতেই বাবা শামাকে ঐ অতিথি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। তখন শামা এঁদের নিজের বাড়ী নিয়ে যান। খেতে-খেতে শামা ওঁদের বলেন- "বাবার কাহিনীটি বড়ই রহস্যপূর্ণ। তিনি কখনো সমুদ্রের দিকে যাননি আর তাঁর কাছে কখনো তিরিশ হাজার টাকাও ছিলো না। তিনি কখনো কোথাও যাননি এবং কোন টাকা কোনদিন চুরি হয়ে ফেরতও আসেনি।" তারপর শামা ওঁদের জিজ্ঞাসা করেন- "আপনারা কিছু বুঝলেন - এর অর্থ?" দুই অতিথিই নির্বাক এবং তাদের চোখ থেকে অঝরে জল পড়ছিল। ওরা কাঁদতে-কাঁদতে বলল- "বাবা তো সর্বব্যাপী, অনন্ত এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যে ঘটনাগুলি তিনি বলেছেন সেগুলি আমাদেরই কাহিনী

এবং আমাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এটা খুব আশ্চর্য্যের কথা যে তিনি সব কথা জানলেন কি করে? খাওয়াদাওয়ার পর সব বিস্তারিত বলব।

এরপর পান খেতে-খেতে ওরা নিজেদের কথা শুরু করে। প্রথমজন বলতে শুরু করে ঃ-

"এক পাহাড়ী এলাকায় আমাদের বাড়ী। আমি চাকরী খুঁজতে গোয়া আসি। আমি ভগবান দত্তাত্রেয়কে কথা দিই - "যদি আমি চাকরী পেয়ে যাই তাহলে আপনাকে এক মাসের মাইনে অর্পণ করব।" তাঁর কৃপায় আমি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের চাকরী পাই এবং যেমনটি বাবা একটু আগে বললেন, আমার উন্নতিও হয়। কিন্তু আমি নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে যাই। বাবা সেটা স্মরণ করিয়ে আমার কাছ থেকে পনেরো টাকা নিয়ে নিলেন। আপনারা এটাকে দক্ষিণা মনে করবেন না। এটা একটা পুরনো ঋণ শোধ হল এবং দীর্ঘকাল ভুলে যাওয়া প্রতিজ্ঞা পালন।"

শিক্ষা ঃ-

যথার্থে বাবা কখনো কারো কাছে টাকা চাননি আর নাই নিজের ভক্তদের কখনো চাইতে দিয়েছেন। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কাঞ্চনকে বাধা মনে করতেন এবং সর্বদা তার পাশ থেকে ভক্তদের বাঁচাতেন। ভগত্ মহালসাপতি এই বিষয়ে এক উদাহরণ। উনি খুবই গরীব ছিলেন এবং বড়ই অভাবে ওঁর দিন কাটত। বাবা ওঁকে কখনো টাকা চাইতে দিতেন না। তাঁর কাছে যে দক্ষিণা জমা হত তার থেকেও ওঁকে কিছু দিতেন না। একবার এক দয়ালু ও উদারচেতা ব্যবসায়ী বাবার সামনেই বেশ কিছু টাকা মহালসাপতিকে দিতে চাইলেন কিন্তু বাবা ওঁকে সেটা গ্রহণ করতে দেন নি।

এবার দ্বিতীয় অতিথি নিজের কাহিনী বলতে শুরু করে। "আমার কাছে এক ব্রাহ্মণ রাঁধুনী ছিল, যে গত ৩৫ বছর থেকে সত্যপরায়ণ হয়ে আমার বাড়ীতে কাজ করছিল। কিন্তু বদভ্যাসে পড়ে ওর মন পাল্টে যায় এবং ও আমার সব টাকা চুরি করে নেয়। আমার আলমারী দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকত এবং যখন আমরা ঘুমোচ্ছিলাম ও পেছন থেকে পাথর সরিয়ে আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি করে নেয়। আমি জানি না যে বাবা টাকার রাশিটা সঠিক কি করে জানতে পারেন। আমি দিন-রাত কাঁদতাম আর দুঃখ করতাম। একদিন যখন আমি এই ভাবেই নিরাশ ও উদাস হয়ে বারান্দায় বসেছিলাম, সেই সময় রাস্তা দিয়ে এক ফকির যাচ্ছিল। সে

আমার দশা দেখে আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি ওকে সমস্ত কথা জানাই। তখন সে বলে- "কোপরগ্রাম তালুকায় শিরডী নামে একটি জায়গায় শ্রী সাইবাবা নামক এক সিদ্ধিপ্রাপ্ত ফকির থাকেন। তাঁকে কথা দাও এবং নিজের রুচিকর ভোজ্য পদার্থ ত্যাগ করো। মনে-মনে সংকল্প করো- 'যতক্ষন আমি আপনার দর্শন না করব ততক্ষন ঐ প্রিয় খাদ্য একেবারেই খাবো না।" তখন আমি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিই এবং বাবাকে কথা দিই- "বাবা, যতদিন না আমি আমার চুরি হওয়া টাকা ফেরত পাই এবং আপনার দর্শন করি ততদিন আমি ভাত গ্রহণ করব না।" এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। তারপর সেই রাধুনি নিজে এসে টাকা ফিরিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলে- "আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি আপনার পায়ে পড়ছি। আমায় ক্ষমা করুন।" এই ভাবে সব ঠিক হয়ে যায়। আমাকে যিনি সাহায্য করেছিলেন তাঁর আর কোন দিন দেখা পাই নি। আমার মনে শ্রী সাইবাবার, যার বিষয় ফকির আমায় বলেছিলেন, দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগল। আমার পরে মনে হয় যে যে ফকিরটি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন তিনি সাই বাবা ছাড়া আর কেউ নন। যিনি আমায় কৃপা করে দর্শন দেন এবং আমায় এই ভাবে সাহায্য করেন, তাঁর ৩৫ টাকার প্রতি লোভ কিভাবে থাকতে পারে? বরং তিনি আমাদের পরমার্থ লাভের পথে পরিচালিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

"হারানো টাকা ফিরে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাই। কুলাবাতে এক রাতে স্বপ্নে সেই ফকিরকে দেখি। তখনই আমার শিরডী যাওয়ার সংকল্পের কথা মনে পড়ে। আমি গোয়া পৌঁছই এবং সেখানে থেকে স্টীমারে চড়ে বম্বে হয়ে শিরডী যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখি স্টীমারে খুব ভীড় - জায়গা নেই। ক্যাপ্টেন আমায় অনুমতি দেন না। কিন্তু এক অপরিচিত চাপরাশীর বলাতে আমি স্টীমারে বসার অনুমতি পাই এবং এই ভাবে বম্বে পৌঁছই। বাবা যে সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ এ বিষয়ে আমার কোন প্রমাণের দরকার নেই। দেখোতো, আমরা কেই বা এবং কোথায় আমাদের বাড়ী? আমাদের কত সৌভাগ্য যে বাবা আমাদের হারানো টাকা ফেরত পাইয়ে এখান অবধি টেনে আনলেন। (আপনারা) শিরডী বাসীরা আমাদের চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যবান। আপনারা বাবার সঙ্গে হাসেন, খেলেন মধুর ভাষণ করেন এবং কত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে থাকছেন। আপনাদের গত জন্মের অশেষ পূর্ণ সঞ্চয়ের প্রভাবই বাবাকে এখানে টেনে এনেছে।

শ্রী সাই-ই আমাদের দত্তাত্রেয়। তিনিই আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান এবং জাহাজে স্থান পাওয়ান। তারপর আমাদের এখানে এনে নিজের সর্বব্যাপকতার ও সর্বজ্ঞতার অনুভূতি দেন।"

শ্রীমতী ঔরাঙ্গাবাদকর ঃ-

সোলাপুরের সখারাম ঔরাঙ্গাবাদকরের স্ত্রীর ২৭ বছর অবধি কোন সন্তান হয়নি। সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনেক দেবী দেবতার কাছে মানত্ করেন। কিন্তু তবুও ওঁর মনোস্কামনা পুরণ হয় না। তখন উনি একেবারে নিরাশ হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজের সৎ-ছেলে শ্রী বিশ্বনাথকে নিয়ে শিরডী আসেন। সেখানে বাবার সেবায় দুমাস কাটান। যখনই উনি মস্জিদে যেতেন তখনই বাবাকে সবসময়ই ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকতে দেখতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল বাবার সঙ্গে একান্তে দেখা করে সন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থণা করবেন। কিন্তু কিছুতেই সেই সুযোগ আর হচ্ছিল না। শেষে শামাকে অনুরোধ করেন যে, "যখন বাবা একটু একান্তে থাকবেন সেই সময় আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো।" শামা বলেন- "বাবার তো 'খোলা দরবার'। তবুও তোমার যদি তাই ইচ্ছে, আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব। কিন্তু কর্মের ফল ঈশ্বরের হাতে ছাড়তে হবে। খাবার সময় তুমি মস্জিদের উঠানে নারকেল ও ধূপ নিয়ে বসো। আমি ইশারা করতেই উঠে দাঁড়িও।" একদিন খাবার খাওয়ার পর শামা যখন বাবার হাত গামছা দিয়ে পুছে দিচ্ছিলেন, সেই সময় বাবা ওঁর গালে চিমটি কাটেন। তখন শামা এটকু রেগে বলেন, "দেব! এ কি? এমনি করে আমার গালে চিমটি কাটাটা কি তোমার উচিত? এই ধরনের দুষ্টু স্বভাবের দেবতার আমাদের একেবারেই দরকার নেই। আমরা তোমার উপর আশ্রিত। তবে কি আমাদের ঘনিষ্ঠতার এই ফল?" বাবা বলেন- "আরে, তুই গত ৭২ জন্ম থেকে আমার সঙ্গে আছিস। আমি এর আগে তোকে কখনো চিমটি কাটিনি। তুই আমার স্পর্শে রেগে উঠছিস্ কেন?" শামা বলেন- "আমাদের তো এমন দেব চাই যে আমাদের সব সময় আদর করবে এবং নিত্য নতুন ভালো-ভালো জিনিষ খাওয়াবে। আমরা তোমার কাছে তো কোন সম্মান চাইছিনা, স্বর্গ ইত্যাদির সুখও চাই না। আমাদের ভক্তি-বিশ্বাসটুকু সর্বদা তোমার চরণে জাগ্রত থাকুক, এই চাই।" তখন বাবা বলেন- "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেই জন্যই তো এসেছি। আমি জন্ম-জন্মান্তর থেকে তোর ভরন-পোষন করছি, তাই তোকে বেশী স্নেহ করি।"

বাবা নিজের গদির উপর বসতেই শামা ঐ স্ত্রীটিকে ইঙ্গিত করেন। ও উপরে এসে বাবাকে প্রণাম করে তাঁকে নারকেল ও ধূপ অর্পণ করে। বাবা নারকেলটি নাড়িয়ে

দেখেন ও শামাকে বলেন- "এটা তো ভেতরে নড়ছে। শোন্ তো কি বলছে?" শামা বলেন- "এই 'বাঈ' প্রার্থণা করছে যে ঠিক এই রকম এঁর পেটেও যেন একটি সন্তান গুড়গুড় করে। তাই ওঁকে আশীর্বাদ করে এই নারকেলটি ফিরিয়ে দাও।" তখন আবার বাবা বলেন- "নারকেল দিলে কি কখনো বাচ্চা হয়? লোকেদের কিসব মূর্খের মত ধারণা?" শামা বলেন- "আমি খুব ভালোভাবে তোমার কথা ও আশীষের শক্তির সাথে পরিচিত। তোমার একটা শব্দতেই এই বাঈয়ের পর পর ছেলে হতে শুরু করবে। তুমি কেবল কথা এড়াতে চাইছো, আশীর্বাদ দিচ্ছ না।" এই ভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। বাবা বারবার নারকেলটা ভেঙ্গে ফেলতে বলছিলেন, কিন্তু শামার এই জেদ- 'এটা বাঈকে ফেরত দিন।' শেষে বাবাকে বলতেই হয়, "এঁর সন্তান হবে।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "কতদিনের মধ্যে?" বাবা উত্তর দেন- "এক বছরের মধ্যে।" এবার নারকেলটা ভেঙ্গে তার দুটো টুকরো করা হলো। একটা ভাগ তাঁরা দুজনে খেলেন এবং অন্য ভাগটি ঐ স্ত্রীটিকে দিলেন। তখন শামা ঐ মহিলাটিকে বলেন- "প্রিয় বোন! তুমি আমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষী। যদি ১২ মাসের মধ্যে তোমার সন্তান না হয় তাহলে আমি এই দেবের মাথার উপর নারকেল ভেঙ্গে তাঁকে এই মস্‌জিদ থেকে বার করে দেব। যদি তা না করতে পারি তাহলে আমার নাম 'মাধব' নয়। আমি যা-যা বললাম তার অর্থ তুমি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে।"

এক বছরের মধ্যেই মহিলাটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত করেন। পাঁচ মাসের বালককে নিয়ে নিজের স্বামীর সঙ্গে বাবার শ্রী চরণে উপস্থিত হন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাবাকে প্রণাম করেন এবং কৃতজ্ঞ পিতা (শ্রীমান ঔরাঙ্গাবাদকর) পাঁচশো টাকা বাবাকে অর্পণ করেন। এই টাকাটি শ্যামকর্ণের (বাবার ঘোড়া) ঘরের ছাদ তৈরী করার কাজে লাগে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।